সমকাল

05 FEB 2015

ক্লাস পরীক্ষা বন্ধের ক্ষতি পুষিয়ে নিতে পারল না জাবি

■ জাবি সংবাদদাতা

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে (জাবি) প্রায় সব বিভাগে তিন মাস থেকে এক বছরের সেশনজট আছে। তিন বছর আগেও এই বিশ্ববিদ্যালয়ে কোনো সেশনজট ছিল না। দেশে রাজনৈতিক অস্থিরতা ও উপাচার্যবিরোধী আন্দোলনের কারণে বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা কার্যক্রম পিছিয়ে পড়েছে।

২০১৩ সালের মাঝামাঝি থেকে ২০১৪ সালের জানুয়ারি পর্যন্ত উপাচার্যবিরোধী আন্দোলনে উত্তাল ছিল ক্যাম্পাস। এ ছাড়া ছিল হরতাল। এসব কারণে ৬ মাস ক্লাস-পরীক্ষা বন্ধ ছিল। এই ক্ষতি এখন পর্যন্ত কাটিয়ে উঠতে পারেনি বিশ্ববিদ্যালয়। ২০১৩-১৪ শিক্ষাবর্ষের ভর্তি ২০১৩ সালের নভেম্বরের পরিবর্তে ২০১৪ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে অনুষ্ঠিত হয়। এতে চার মাসের জ্যামে

■ পৃষ্ঠা ১৫ : কলাম ৬

ক্লাস পরীক্ষা বন্ধের ক্ষতি পুষিয়ে

[তৃতীয় পৃষ্ঠার পর]

পড়েন ২০১৩-১৪ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থীরা। এখন পর্যন্ত অর্থনীতি বিভাগ ছাড়া কোনো বিভাগই প্রথম বর্ষের পরীক্ষা শেষ করতে পারেনি। ২০১৪-১৫ শিক্ষাবর্ষের ভর্তি পরীক্ষা গত বছরের সেপ্টেম্বরে শেষ করেও প্রথম বর্ষের ক্লাস শুরু করা সম্ভব হয়নি।

চলমান অবরোধে ক্লাস-পরীক্ষা চললেও হরতালে ৩৪টি বিভাগ ও দুটি ইনস্টিটিউটের মধ্যে অর্ধেক বিভাগে নিয়মিত ক্লাস-পরীক্ষা হচ্ছে না। যেসব শিক্ষক ক্যাম্পাসে অবস্থান করেন তারা হরতালে ক্লাস নেন আর যারা ক্যাম্পাসের বাইরে থাকেন তারা ক্লাস নিতে পারেন না। কারণ হরতালে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবহন বন্ধ থাকে।

মার্কেটিং, আইআইটি, প্রাণরসায়ন, পদার্থবিজ্ঞান ও রসায়নসহ কয়েকটি বিভাগ ছাড়া অন্য বিভাগগুলো সময়মতো চূড়ান্ত পরীক্ষার আয়োজন করতে পারেনি।

আইআইটির পরিচালক ফজলুল করিম পাটোয়ারী বলেন, 'চাইলেই শিক্ষকরা হরতালে ক্লাস-পরীক্ষা নিয়ে সেশনজট দূর করতে পারেন। আমাদের ইনস্টিটিউট সে উদাহরণ তৈরি করছে।'

বিশ্ববিদ্যালয়ের ২০ শতাংশেরও বেশি শিক্ষার্থী ঢাকার বাইরে থেকে আসেন, তারা হরতালে ক্লাস করতে পারেন না। অর্থনীতি বিভাগের তৃতীয় বর্ষের শিক্ষার্থী আকাশ বলেন, 'হরতালে আগুন দিয়ে সহিংসতা হচ্ছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী অয়ন এ ধরনের ঘটনার শিকার হয়েছে। আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয় হলেও আমাদের সিটের ব্যবস্থা করতে পারেনি প্রশাসন।'

উপ-পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক আইয়ুব আলী বলেন, 'হরতালেও অধিকাংশ বিভাগেই চূড়ান্ত পর্ব পরীক্ষা হচ্ছে। হরতাল যদি খুব কড়াকড়ি না হয় তাহলে হরতালের কারণে সেশনজট বাড়ার আশঙ্কা কম থাকবে।'

এ বিষয়ে উপাচার্য ড. ফারজানা ইসলাম বলেন, 'বর্তমানের সেশনজ্যাম পূর্বের আন্দোলনের ফল। তবে শিক্ষকরা সেশনজ্যাম কাটিয়ে উঠতে কাজ করে যাচ্ছেন। চলমান হরতালে একটু ক্ষতি হচ্ছে জানিয়ে তিনি বলেন, হাতেগোনা কয়েকটি বিভাগ ছাড়া সবগুলো বিভাগেই হরতাল-অবরোধে ক্লাস-পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। যেহেতু এটি আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয়, এখানে হরতাল-অবরোধের প্রভাব তুলনামূলক কম।